২২.০৫.২০২৪

আরপিএন/১০০

২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. সি. টি ৫৪

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

-বনাম-

শৈল নাথ চৌধুরী

শ্রী দেবপ্রিয় গুপ্ত

... আবেদনকারীদের উদ্দেশ্যে।

শ্রীযুক্ত চিরদীপ সিনহা,

শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর মণ্ডল,

কুমারী অরুণিমা শর্মা

... উত্তরদাতার জন্য।

বর্তমান রিট আবেদনটি মূল আবেদনে (এরপরে ও. এ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ২০১৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে, যা মূল আবেদনকারী/উত্তরদাতার দ্বারা ২০১৩ সালের ও. এ ১৮৯ হিসাবে পছন্দ করা হয়েছে, যেখানে ১৯শে অক্টোবর, ২০১২ এবং ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের দুটি স্মারকলিপিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাকে স্টক শীটে প্রতিফলিত স্টোরের ঘাটতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং এর সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে নভেম্বর, ২০১২ তার বেতন থেকে প্রতি মাসে ১৯,০০০/- টাকা হারে তার বেতন থেকে স্টোর ডেবিট করার জন্য ৩০,৩৪,৮৫৫/- টাকা পুনরুদ্ধার করেন।

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী গুপ্ত জমা দিয়েছেন যে এটি থেকে স্পষ্ট হবে ২০১৩ সালের

ও. এ ১৮৯-এ চ্যালেঞ্জের অধীনে স্মারকলিপি যে কর্তৃপক্ষ দোকান থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ২ লক্ষ টাকা আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে। উক্ত ও. এ-তে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্তৃপক্ষ কেবল ৩৮,০০০ টাকা আদায় করতে পেরেছে এবং বাকি পরিমাণ এখনও বকেয়া এবং উত্তরদাতার দ্বারা প্রদেয়।

তিনি জমা দিয়েছেন যে রেলওয়ে পরিষেবা (পেনশন) বিধিমালা, ১৯৯৩-এর বিধি ১৫ (এরপরে ১৯৯৩ বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরবরাহ করে যে রেলওয়ে বা সরকারী বকেয়া, যা রেল কর্মচারীর অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে, অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি বা মৃত্যু গ্র্যাচুইটি বা টার্মিনাল গ্র্যাচুইটির পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য করা হবে। ১৯৯৮ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের আই. ডি. ২ আবেদনকারীদের কর্মী শাখার ছাড়পত্র প্রদান না হওয়া পর্যন্ত রেলের দোকানগুলির দায়িত্বে থাকা রেল কর্মীদের গ্র্যাচুইটি আটকে রাখার ক্ষমতা প্রদান করে। উত্তরদাতা এস. এস. ই (পি.ওয়ে) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইউনিটের দায়িত্বে থাকাকালীন, তিনি তাঁর পূর্বসূরীর কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়া উপকরণগুলির ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। এই ধরনের ঘাটতি একটি জায়ের উপর আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং উত্তরদাতাকে ঘাটতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল এবং জবাবে তিনি বলেছিলেন যে ত্রুটিটি ভুলের কারণে হতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, লর্ড ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের পুনরুদ্ধারকৃত পরিমাণ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ভুল করেছিল।

শ্রী গুপ্তের মতে, শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা শুরু করা কোনও বকেয়া আদায়ের জন্য নয়। ২০১৭ সালের ২৯শে জুন তারিখের চার্জশিট দ্বারা যে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা শুরু করা হয়েছে তা বাদ দেওয়া হয়েছে, যা উত্তরদাতার দ্বারা প্রাপ্য এবং প্রদেয় অর্থের স্বীকৃত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হবে না। এই ধরনের যুক্তিগুলি, অগ্রিম হিসাবে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অস্পষ্ট করা হয়েছিল এবং কোনও ফলাফল ফেরত দেওয়া হয়নি। এই ধরনের দুর্বলতা এই আদালতের হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে ইউ. পি. স্টেট সুগার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম কমল স্বরূপ টন্ডন, এ. আই. আর ২০০৮ এস. সি ১২৩৫-এ

রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে।

উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সিনহা অবশ্য আবেদনকারীদের যুক্তি অস্বীকার ও বিতর্ক করেন এবং জমা দেন যে তাত্ক্ষণিক রিট আবেদনটি বর্তমানে অকার্যকর হয়ে উঠেছে কারণ উত্তরদাতা ইতিমধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ তাঁর চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, 'উত্তরদাতার বেতন' থেকে কোনও পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন মামলার পরিবর্তিত তথ্য এবং পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয় না।

তিনি জমা দিয়েছেন যে শ্রী গুপ্তের অনুরোধ অনুযায়ী বিষয়টি ২০২৩ সালের ও. এ. ৭০৫ হিসাবে বিবেচনাধীন রয়েছে যা উত্তরদাতার দ্বারা পছন্দ করা হয়েছে এর উপর একটি নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করছে।আবেদনকারীদের সুদ সহ ডি. সি. আর. জি বিতরণ করার জন্য। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি উক্ত ও. এ-তে আবেদনকারীদের দায়ের করা উত্তরে করা বক্তব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি।

রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ২০১৩ সালের ও. এ. ১৮৯-এ প্রাথমিকভাবে ২০১৩ সালের ২৬শে মার্চ একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং বর্তমান রিট আবেদনে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে ও. এ-এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে, উত্তরদাতা ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এর আগে, ২০১৭ সালের ২৯শে জুন উত্তরদাতার বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জারি করা হয়। এরপরে উত্তরদাতা একটি মূল আবেদন দায়ের করেন, যা হল ২০২০ সালের ও. এ. ১৩৩, যাতে আবেদনকারীদের আটকে রাখা ডি. সি. আর. জি, ছুটির বেতন এবং পেনশনের বিনিময় মূল্য

ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ চাওয়া হয়। তিনি আরও একটি ও. এ দায়ের করেন, যা হল ও. এ। ২৯শে জুন, ২০১৭ তারিখের চার্জশিট দ্বারা শুরু হওয়া শৃঙ্খলামূলক কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালের ১৩৬৬। বিতর্কিত শুনানির পরে, উভয় আবেদনই ২০শে মে, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যাতে আবেদনকারীদের দুই মাসের মধ্যে উত্তরদাতার দাবি সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত আদেশ পাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে, এর মধ্যে, ২০শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখের মেমো দেখুন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে '... প্রমাণিত অভিযোগগুলি গুরুতর অসদাচরণ গঠন করে না এবং সেই অনুযায়ী কার্যধারা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে...'। এরপরে, উত্তরদাতা একটি নতুন মূল আবেদন পছন্দ করেছিলেন, যা ২০২৩ সালের ও. এ ৭০৫ এবং সুদ সহ ডিসিআরজি সুবিধাগুলি বিতরণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

যুক্তিগুলি থেকে, যেমন অগ্রিম এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি থেকে মনে হয় যে আবেদনকারীদের 'উত্তরদাতার বেতন' থেকে কোনও পরিমাণ আদায় করার সম্ভাবনা নেই যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ অবসর নিয়েছেন এবং যেহেতু উক্ত তারিখে এবং সেই তারিখ থেকে নিয়োগকর্তার সাথে সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান রিট আবেদনের মূল বিষয়গুলির ভিত্তিতে, উত্তরদাতার ডিসিআরজি থেকে অবশিষ্ট বকেয়া আদায় করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

যাইহোক, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে ১৯৯৩ সালের বিধিমালা, ১৯৯৩-এর বিধি ১৫-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতার ডি. সি. আর. জি-র কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের বকেয়া সম্পর্কে এই আদালতের কাছে যে বিষয়টি অনুরোধ করা হয়েছে তা এ. এস. টি. এস. আর. এল. নং. তারিখ ১২ই আগস্ট, ১৯৯৮-কে মুলতুবি মূল আবেদনে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আবেদনকারীরা -এর জন্য স্বাধীন থাকবেন।বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে যথাযথ পদক্ষেপ নিন।

উপরের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সাথে, রিট আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার সম্মতি দেওয়ার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) (বিচারপতি, তপব্রত চক্রবর্তী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।